



38023 - রোযা ভঙ্গরে কারণসমূহ

প্রশ্ন

রোযা ভঙ্গরে কারণগুলো সংক্ষেপে উল্লেখ করবেন?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আল্লাহ তাআলা পরপূর্ণ হকেমত অনুযায়ী রোযার বধিান জারী করছেন। তিনি রোযাদারকে ভারসাম্য রক্ষা করে রোযা রাখার নর্দিশে দয়িছেন; একদকি যাতে রোযা রাখার কারণে রোযাদারের শারীরকি কোন ক্শতনা হয়। অন্যদকি সে যনে রোযা বনিষ্টকারী কোন বমিয়লে লপিত না হয়।

এ কারণে রোযা-বনিষ্টকারী বমিয়গুলো দুইভাগে বিভক্ত:

কছু রোযা-বনিষ্টকারী বমিয় রয়েছে যগুলো শরীর থেকে কোন কছু নর্গিত হওয়ার সাথে সম্পৃক্ত। যমেন- সহবাস, ইচ্ছাকৃত বমি করা, হায়যে ও শঙ্গিগা লাগানো। শরীর থেকে এগুলো নর্গিত হওয়ার কারণে শরীর দুর্বল হয়। এ কারণে আল্লাহ তাআলা এগুলোকে রোযা ভঙ্গকারী বমিয় হিসেবে নর্ধারণ করছেন; যাতে করে এগুলো নর্গিত হওয়ার দুর্বলতা ও রোযা রাখার দুর্বলতা উভয়টি একত্রতি না হয়। এমনটি ঘটলে রোযার মাধ্যমে রোযাদার ক্শতগ্রিস্ত হবে এবং রোযা বা উপবাসরে ক্শত্রে আর ভারসাম্য বজায় থাকবে না।

আর কছু রোযা-বনিষ্টকারী বমিয় আছে যগুলো শরীরে প্রবশে করানোর সাথে সম্পৃক্ত। যমেন- পানাহার। তাই রোযাদার যদি পানাহার করে তাহলে যে উদ্দেশ্যে রোযার বধিান জারী করা হয়েছে সেটো বাস্তবায়তি হবে না।[মাজমুউল ফাতাওয়া ২৫/২৪৮]

আল্লাহ তাআলা নমিনোক্ত আয়াতে রোযা-বনিষ্টকারী বমিয়গুলোর মূলনীতি উল্লেখ করছেন:

“এখন তমেরা নজি স্ত্রীদরে সাথে সহবাস কর এবং আল্লাহ তমাদরে জন্য যা কছু লখি রেখেছেন তা (সন্তান) তালাশ কর। আর পানাহার কর যতক্শণ না কালো সুতা থেকে ভেররে শুভ্র সুতা পরস্কার ফুটে উঠে...”[সূরা বাকারা, আয়াত: ১৮৭]

এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা রোযা-নষ্টকারী প্রধান বমিয়গুলো উল্লেখ করছেন। সেগুলো হচ্ছে- পানাহার ও সহবাস। আর রোযা নষ্টকারী অন্য বমিয়গুলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর হাদসি উল্লেখ করছেন।



তাই রোযা নষ্টকারী বিষয় ৭টি; সগেগুলো হচ্ছে-

১। সহবাস

২। হস্তমথৈন

৩। পানাহার

৪। যা কিছু পানাহারেরে স্থলাভিষিক্ত

৫। শঙ্কিতা লাগানো কথিবা এ জাতীয় অন্য কোন কারণে রক্ত বরে করা

৬। ইচ্ছাকৃতভাবে বর্ম করা

৭। মহলিাদরে হায়যে ও নফিসরে রক্ত বরে হওয়া

এ বিষয়গুলোর মধ্যে প্রথম হচ্ছে- সহবাস; এটি সবচেয়ে বড় রোযা নষ্টকারী বিষয় ও এতে লিপ্ত হলে সবচেয়ে বেশি গুনাহ হয়। যবে ব্যক্তির মযানরে দিনরে বেলো স্বচেছায় স্ত্রী সহবাস করবে অর্থাৎ দুই খতনার স্থানদ্বয়রে মলিন ঘটাবে এবং পুরুষাঙ্গরে অগ্রভাগ লজ্জাস্থানরে ভতেরে অদৃশ্য হয়ে যাবে সে তার রোযা নষ্ট করল; এতে করে বীর্যপাত হোক কথিবা না হোক। তার উপর তওবা করা, সদিনরে রোযা পূর্ণ করা, পরবর্তীতে এ দিনরে রোযা কাযা করা ও কঠনি কাফফারা আদায় করা ফরয। এর দললি হচ্ছে- আবু হুরায়রা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদিসি তিনি বলনে: “এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নকিট এসে বলল: ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি ধ্বংস হয়েছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললনে: কসি তেমাকে ধ্বংস করল? সে বলল: আমি রমযানরে (দিনরে বেলো) স্ত্রীর সাথে সহবাস করে ফলেছি। তিনি বললনে: তুমি কি একটা ক্রীতদাস আযাদ করতে পারবে? সে বলল: না। তিনি বললনে: তাহলে লাগাতার দুই মাস রোযা রাখতে পারবে? সে বলল: না। তিনি বললনে: তাহলে ষাটজন মসিকীনকে খাওয়াতে পারবে? সে বলল: না...[হাদিসিটি সহহি বুখারী (১৯৩৬) ও সহহি মুসলমি (১১১১) এসছে]

স্ত্রী সহবাস ছাড়া অন্য কোন কারণে কাফফারা আদায় করা ওয়াজবি হয় না।

দ্বিতীয়: হস্তমথৈন। হস্তমথৈন বলতে বুঝায় হাত দিয়ে কথিবা অন্য কিছু দিয়ে বীর্যপাত করানো। হস্তমথৈন যবে রোযা ভঙকারী এর দললি হচ্ছে- হাদিসি কুদসীতে রোযাদার সম্পর্কে আল্লাহর বাণী: “সে আমার কারণে পানাহার ও যতীনকর্ম পরহির করে” সুতরাং যবে ব্যক্তির মযানরে দিনরে বেলো হস্তমথৈন করবে তার উপর ফরয হচ্ছে- তওবা করা, সে দিনরে বাকী সময় উপবাস থাকা এবং পরবর্তীতে সে রোযাটির কাযা পালন করা। আর যদি এমন হয়- হস্তমথৈন শুরু করেছে বটে; কনিতু বীর্যপাতরে আগে সে বরিত হয়েছে তাহলে আল্লাহর কাছে তওবা করতে হবে; তার রোযা সহহি। বীর্যপাত না করার



কারণে তাকে রোযাটিকায়া করতে হবে না। রোযাদারের উচিত হচ্ছে— যৌন উত্তেজনা সৃষ্টিকারী সবকিছু থেকে দূরে থাকা এবং সব কুচিন্তা থেকে নিজের মনকে প্রতাহিত করা। আর যদি, মজা বেরে হয় তাহলে অগ্রগণ্য মতানুযায়ী— এট রোযা ভঙ্গকারী নয়।

তৃতীয়: পানাহার। পানাহার বলতে বুঝাবে— মুখ দিয়ে কোন কিছু পাকস্থলীতে পৌঁছানো। অনুরূপভাবে নাক দিয়ে কোন কিছু যদি পাকস্থলীতে পৌঁছানো হয় সটোও পানাহারের পর্যায়ভুক্ত। এ কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “তুমি ভাল করে নাকে পানি দাও; যদি না তুমি রোযাদার হও।” [সুনাতে তরিমযিহি (৭৮৮), আলবানি সহহি তরিমযিহিতে হাদিসটিকে সহহি আখ্যায়তি করছেন] সুতরাং নাক দিয়ে পাকস্থলীতে পানি প্রবেশ করানো যদি রোযাককে ক্ষতগ্রিস্ত না করত তাহলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভাল করে নাকে পানি দিতে নিষিধে করতেন না।

চতুর্থ: যা কিছু পানাহারের স্থলাভিষিক্ত। এটি দুইটি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। ১. যদি রোযাদারের শরীরে রক্ত পুশ করা হয়। যমেন- আহত হয়ে রক্তক্ষরণের কারণে কারো শরীরে যদি রক্ত পুশ করা হয়; তাহলে সে ব্যক্তির রোযা ভঙ্গে যাবে। যহেতে পানাহারের উদ্দেশ্য হচ্ছে— রক্ত তরৌ। ২. খাদ্যের বকিল্প হিসেবে ইনজেকশন পুশ করা। কারণ এমন ইনজেকশন নলি পানাহারের প্রয়োজন হয় না। [শাইখ উছাইমীনে ‘মাজালসি শারহি রামাদান’, পৃষ্ঠা- ৭০] তবে, যসেব ইনজেকশন পানাহারের স্থলাভিষিক্ত নয়; বরং চকিৎসার জন্য দয়ো হয়, উদাহরণতঃ ইনসুলিনি, পেনেসেলিনি কথিবা শরীর চাঙ্গা করার জন্য দয়ো হয় কথিবা টীকা হিসেবে দয়ো হয় এগুলো রোযা ভঙ্গ করবে না; চাই এসব ইনজেকশন মাংশপশৌতে দয়ো হোক কথিবা শরীতে দয়ো হোক। [শাইখ মুহাম্মদ বনি ইব্রাহমি এর ফতয়োাসমগ্র (৪/১৮৯)] তবে, সাবধানতা স্বরূপ এসব ইনজেকশন রাত্রে নয়ো যতে পারে।

কডিনী ডায়ালাইসিস এর ক্ষত্রে রোগীর শরীর থেকে রক্ত বের করে সে রক্ত পরিশোধন করে কিছু কমেকিয়াল ও খাদ্য উপাদান (যমেন— সুগার ও লবণ ইত্যাদি) যোগ করে সে রক্ত পুনরায় শরীরে পুশ করা হয়; এতে করে রোযা ভঙ্গে যাবে। [ফতয়োা বিষয়ক স্থায়ী কমটির ফতয়োাসমগ্র (১০/১৯)]

পঞ্চম: শঙ্গি লাগানোর মাধ্যমে রক্ত বের করা। দললি হচ্ছে— নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: “যে ব্যক্তি শঙ্গি লাগায় ও যার শঙ্গি লাগানো হয় উভয়ের রোযা ভঙ্গে যাবে।” [সুনাতে আবু দাউদ (২৩৬৭), আলবানী সহহি আবু দাউদ গ্রন্থে (২০৪৭) হাদিসটিকে সহহি বলছেন]

রক্ত দয়োও শঙ্গি লাগানোর পর্যায়ভুক্ত। কারণ রক্ত দয়ের ফলে শরীরের উপর শঙ্গি লাগানোর মত প্রভাব পড়ে। তাই রোযাদারের জন্য রক্ত দয়ো জায়যে নহে। তবে যদি অনন্যপায় কোন রোগীকে রক্ত দয়ো লাগে তাহলে রক্ত দয়ো জায়যে হবে। রক্ত দানকারীর রোযা ভঙ্গে যাবে এবং সে দিনের রোযা কায়া করবে। [শাইখ উছাইমীনে ‘মাজালসি শারহি রামাদান’ পৃষ্ঠা-৭১]



কোন কারণে যে ব্যক্তির রক্ত ক্ষরণ হচ্ছে— তার রোযা ভাঙবে না; কারণ রক্ত ক্ষরণ তার ইচ্ছাকৃত ছিল না। [স্থায়ী কমটির ফতোয়াসমগ্র (১০/২৬৪)]

আর দাঁত তোলো, ক্ষতস্থান ড্রসেং করা কিংবা রক্ত পরীক্ষা করা ইত্যাদি কারণে রোযা ভাঙবে না; কারণ এগুলো শঙ্কিতা লাগানোর পর্যাযভুক্ত নয়। কারণ এগুলো দহেরে উপর শঙ্কিতা লাগানোর মত প্রভাব ফলে না।

ষষ্ঠ: ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করা। দলিল হচ্ছে— “যে ব্যক্তির অনিচ্ছাকৃতভাবে বমি এসে যায় তাকে উক্ত রোযা কাযা করতে হবে না। কিন্তু যে ব্যক্তি স্বচ্ছায় বমি করল তাকে সে রোযা কাযা করতে হবে” [সুনানে তরিমযি (৭২০), আলবানী সহি তরিমযি গ্রন্থে (৫৭৭) হাদিসটিকে সহি আখযায়তি করছেন]

হাদিসে زرعہ শব্দরে অর্থ غلبه

ইবনে মুনযরি বলনে: যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত বমি করছে আলমেদরে ঐক্যবদ্ধ অভিমত (ইজমা) হচ্ছে তার রোযা ভঙে গেছে। [আল-মুগনী (৪/৩৬৮)]

যে ব্যক্তি মুখেরে ভেতরে হাত দিয়ে কিংবা পটে কচলিয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করছে কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে এমন কিছু শুকছে কিংবা বারবার দেখেছে এক পর্যায়ে তার বমি এসে গেছে তাকেও রোযা কাযা করতে হবে।

তবে যদি কারো পটে ফুঁপে থাকে তার জন্য বমি আটকে রাখা বাধ্যতামূলক নয়; কারণ এতে করে তার স্বাস্থ্যেরে ক্ষতি হবে। [শাইখ উছাইমীনরে মাজালসি শাহরি রামাদান, পৃষ্ঠা-৭১]

সপ্তম: হায়যে ও নফিসরে রক্ত নরিগত হওয়া। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “যখন মহলিাদরে হায়যে হয় তখন কিতারা নামায ও রোযা ত্যাগ করে না!?” [সহি বুখারী (৩০৪)] তাই কোন নারীর হায়যে কিংবা নফিসরে রক্ত নরিগত হওয়া শুরু হলে তার রোযা ভঙে গে যাবে; এমনকি সটো সূরযাস্তরে সামান্য কিছু সময় পূর্বে হলেও। আর কোন নারী যদি অনুভব করে যে, তার হায়যে শুরু হতে যাচ্ছে; কিন্তু সূরযাস্তরে আগে পর্যন্ত রক্ত বরে হয়নি তাহলে তার রোযা শুদ্ধ হবে এবং সদিনেরে রোযা তাকে কাযা করতে হবে না।

আর হায়যে ও নফিসগ্রস্ত নারীর রক্ত যদি রাত থাকতে বন্ধ হয়ে যায় এবং সাথে সাথে তিনি রোযার নিয়ত করে ননে; তবে গোসল করার আগহে ফজরহয়ে যায় সক্ষেত্রে আলমেদরে মাযহাব হচ্ছে— তার রোযা শুদ্ধ হবে।

হায়যেবতী নারীর জন্য উত্তম হচ্ছে তার স্বাভাবিকি মাসকি অবযাহত রাখা এবং আল্লাহ তার জন্য যা নরিধারণ করে রখেছেন সটোর উপর সন্তুষ্ট থাকা, হায়যে-রোধকারী কোন কিছু ব্যবহার না-করা। বরং আল্লাহ তার থেকে যভাবে গ্রহণ করনে সটো মনে নয়ো অর্থাৎ হায়যে এর সময় রোযা ভাঙা এবং পরবর্তীতে সে রোযা কাযা পালন করা। উম্মুল মুমনিগণ



এবং সলফে সালহৌন নারীগণ এভাবেই আমল করতনে।[স্থায়ী কমটির ফতোয়াসমগ্র (১০/১৫১)]

তাছাড়া চকিৎসা গবেষণায় হায়যে বা মাসকি রোধকারী এসব উপাদানরে বহুমুখী ক্ৰম সাব্যস্ত হয়ছে। এগুলো ব্যবহাররে ফলে অনকে নারীর হায়যে অনিয়মতি হয়ে গছে। তারপরও কোন নারী যদি হায়যে বন্ধকারী ঔষধ গ্রহণ করার ফলে তার হায়যের রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে যায় এবং জায়গাটি শুকিয়ে যায় সেনারী রোযা রাখতে পারবে এবং তার রোযাটি আদায় হয়ে যাবে।

উল্লেখতি বিষয়গুলো হচ্ছ- রোযা বনিষ্টকারী। তবে, হায়যে ও নফিস ছাড়া অবশিষ্ট বিষয়গুলো রোযা ভঙ্গ করার জন্য তনিটি শর্ত পূরণ হতে হয়:

-রোযা বনিষ্টকারী বিষয়টি ব্যক্তরি গোচরীভূত থাকা; অর্থাৎ এ ব্যাপারে সেনে অজ্ঞ না হয়।

-তার স্মরণে থাকা।

-জোর-জবরদস্তরি স্বীকার না হয়ে স্বচ্ছায় তাতলে লপিত হওয়া।

এখন আমরা এমন কিছু বিষয় উল্লেখ করব যগুলো রোযা নষ্ট করে না:

-এনমি ব্যবহার, চোখে কথিবা কানে ড্রপ দয়ো, দাঁত তোলো, কোন ক্ৰমস্থানে চকিৎসা নয়ো ইত্যাদি রোযা ভঙ্গ করবে না।[মাজমুউ ফাতাওয়া শাইখুল ইসলাম (২৫/২৩৩, ২৫/২৪৫)]

-হাঁপানি রোগরে চকিৎসা কথিবা অন্য কোন রোগরে চকিৎসার ক্ৰমত্রে জহিবর নীচে যেনে ট্যাবলেটে রাখা হয় সেনে থেকে নরিগত কোন পদার্থ গলার ভতিরে চলে না গলে সেনে রোযা নষ্ট করবে না।

-মডেকিলে টেস্টেরে জন্য যোনপিথে যা কিছু ঢুকানো হয়; যমেন- সাপোজটির, লেশন, কলপোস্কোপ, হাতরে আঙুল ইত্যাদি।

-স্পেকুলাম বা আই, ইউ, ডি বা এ জাতীয় কোন মডেকিলে যন্ত্রপাতি জরায়ুর ভতরে প্রবেশে করালে।

-নারী বা পুরুষরে মুত্রনালী দিয়ে যা কিছু প্রবেশে করানো হয়; যমেন- ক্যাথিটির, সিস্টোস্কোপ, এক্সরে এর ক্ৰমত্রে ব্যবহৃত রঞ্জক পদার্থ, ঔষধ, মুত্রথলি পরিস্কার করার জন্য প্রবেশকৃত দ্রবণ।

-দাঁতরে রুট ক্যানলে করা, দাঁত ফলো, মসেওয়াক দিয়ে কথিবা ব্রাশ দিয়ে দাঁত পরিস্কার করা; যদি ব্যক্তি কোন কিছু গলায় চলে গলে সগুলো গলি না ফলে।

-গড়গড়া কুলি ও চকিৎসার জন্য মুখে ব্যবহৃত স্প্রে; যদি কোন কিছু গলায় চলে আসলেও ব্যক্তি সেনে গলি না ফলে।



-অক্সিজেন, এ্যানাসেসেসিয়াঁর জন্য ব্যবহৃত গ্যাস রযো ভঙ্গ করবে না; যদি না রোগীকে এর সাথে কোন খাদ্য-দ্রবণ দয়ো হয়।

-চামড়া দিয়ে শরীরে যা কিছু প্রবশে করে। যমেন- তলৈ, মলম, মডেসিনি ও কমেকিলে সম্বলতি ডাক্তারি প্লাস্টার।

-ডাগায়নস্টিকি ছবি তোলো কথিবা চকিৎসার উদ্দেশ্যে হুৎপণ্ডিরে ধমনীতে কথিবা শরীরে অন্য কোন অঙ্গরে শরীতে ছোট একটি টিউব প্রবশে করানতে রযো ভঙ্গ হবে না।

-নাড়ীভুড়ী পরীক্ষা করার জন্য কথিবা অন্য কোন সার্জিকাল অপারেশনেরে জন্য পটেরে ভতের একটি মিডেকিলে স্কোপ প্রবশে করালওে রযো ভাঙ্গবে না।

- কলজি কথিবা অন্য কোন অঙ্গরে নমুনাস্বরূপ কিছু অংশ সংগ্রহ করলওে রযো ভাঙ্গবে না; যদি এ ক্ষতেরে কোন দ্রবণ গ্রহণ করত না হয়।

- গ্যাসট্রোস্কোপ (gastroscope) যদি পাকস্থলীতে ঢুকানো তাতে রযো ভঙ্গ হবে না; যদি না সাথে কোন দ্রবণ ঢুকানো না হয়।

- চকিৎসার স্বার্থে মস্তষ্কিকে কথিবা স্পাইনাল কর্ডে কোন চকিৎসা যন্ত্র কথিবা কোন ধরণেরে পদার্থ ঢুকানো হলে রযো ভঙ্গ হবে না।

আল্লাহই ভাল জাননে।

[দখুন শাইখ উছাইমীনরে 'মাজালসি শারহি রামাদান' ও 'সিয়াম সংক্রান্ত ৭০টি মাসয়ালা' নামক এ ওয়বে সাইটরে পুস্তকি]